মেহেরপুরে নবম শ্রেণীর রেজিষ্ট্রেশনে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোর্ড নির্দেশিত ফি’র থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সাথে কথা বলে এর সত্যতাও মিলেছে। আর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বলছে, আনুষাঙ্গিক অনেক খরচ থাকে বলেই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। তবে শিক্ষা কর্মকর্তা বলছেন কোনভাবেই অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে আদায় করা যাবে না।

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রেজিস্ট্রেশন বাবদ শিক্ষার্থীদের থেকে ১৯৫ টাকা নেওয়ার কথা থাকলেও প্রতিজনের কাছে থেকে নেওয়া ৩৫০ থেকে ৪০০টাকা পর্যন্ত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, বোর্ড থেকে কয় টাকা নেওয়ার নির্দেশনা আছে জানি না। তবে রেজিস্ট্রেশন বাবদ সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা করে নিচ্ছে বিদ্যালয়।
এবিষয়ে জানতে দারিয়পুর গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৩৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান। কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে ৩০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজ এর প্রধান শিক্ষক জানান, এমনি খরচ খরচা দিয়ে অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে ২৫৫ টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে যাচ্ছে। অনলাইন করা, ভুল ত্রুটি সারা অনেক কিছু ঝামেলা আছে। আইডি নাম্বারে বাপের নামে একটা অমুকের নামে একটা বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা আছে। করোনা কালীন সময়ে আমরা যে কি বিপদে আছি বুঝা খুব গায়েবাদা ভাই। অনেককেই আমরা টাচ দিলাম ভাই আমরা এই অবস্থায় আছি কেউ দেখার নেই কেউ বলার নেই এই অবস্থা।

এ বিষয়ে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ

আশরাফুজ্জামান এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সব খরচ দিয়ে ২২০ টাকা মত ধরা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন জানান, বোর্ড নির্ধারিত ফিসের অতিরিক্ত এক টাকাও বেশি নেওয়া যাবে না। কোন খরচ হলে বিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে করতে হবে। এ ব্যাপারে যে বিদ্যালয়গুলো অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সহগলপুরে নিম্মমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ হচ্ছে সড়ক

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সহগলপুর দক্ষিণপাড়ায় সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে নিম্নমানের ইট ও বালি ব্যবহার করে তৈরী করা হচ্ছে রাস্তাটি। এছাড়াও নিম্মমানের ইট ব্যবহারের ফলে সড়কটির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
মেহেরপুর এলজিইডি সূত্রে ও সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সহগলপুর দক্ষিণপাড়ায় বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অবকাঠামো (জিকেআরআইডিপি) প্রকল্পের রাস্তা প্রাক্কলিত ব্যয় ষাট লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত তিতাল্লিশ টাকা। সাতান্ন লক্ষ সতের হাজার ছয়শত পনের টাকা চুক্তি মূল্যে সড়ক নির্মাণের কাজটি পায় নজরুল কনস্ট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। নজরুল কন্সস্ট্রাকশনের কাছে কাজটি কিনে নেয় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের ছোট ছেলে তুর্য বিশ্বাস

সরেজমিনে গিয়ে সহগলপুর এলাকার একাধিক বাসিন্দা অভিযোগ করে বলেন, আসেন আমরা এক ধরনের বালি দেখাচ্ছি, এই গুলো আমাদের মসজিদের বালি । আর এগুলা রাস্তার বালি এখন আপনারা বলেন কোনটা বালি আর কোনটা মাটি বালি। এই ইট গুলো দেখেন এইগুলা কোন ইট হলো। এগুলোর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি ভালো ইট আছে।

বালির মানও ভালো না। দেখছেন না বালি গুলা কেমন, বালিতে কিছুই

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফেঅন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে উপসহকারী প্রকৌশলী আব্দুর রহমান জানান, নিম্মমানের ইট ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। যেহেতু ইট নিয়ে কথা উঠেছে বিষয়টি আমরা দেখবো।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাথরুম থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাথরুম থেকে লাখি খাতুন (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৮ জুন) সকালে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ এলাকার নিজবাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমারখালী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার।

গৃহবধূ লাখি খাতুন ওই এলাকার ইলেকট্রিশিয়ান আশরাফুলের স্ত্রী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাসার কাজ শেষে ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে ছোট টুল নিয়ে বাথরুমে যায়। বাথরুমে প্রবেশের পর অনেকটা সময় পার হলেও আর বের হয় না লাখি।

এরপর পরিবারের লোকজন স্বামী আশরাফুলকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আশরাফুল দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পায়।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, বাথরুম থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

খুলনা বিভাগের সেরা মেহেরপুরের এসপি

মাদকদ্রব্য উদ্ধার, চোরাচালান, ওয়ারেন্ট তামিলসহ বিভিন্ন মানদণ্ড মূল্যায়নে খুলনা রেঞ্জের সেরা পুলিশ সুপার হিসেবে মেহেরপুরে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি ১ম স্থান অর্জন করেছেন।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় রেঞ্জের মাসিক জুম কনফারেন্সে এ ঘোষনা দেওয়া হয়। খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম (বার) এর সভাপতিত্বে অতিরিক্ত ডিআইজি (এ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স) এ কে এম নাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশন এন্ড ক্রাইম) মোঃ নজরুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম, খুলনা রেঞ্জের ১০ টি জেলার পুলিশ সুপারসহ সিআইডি ও পিবিআই এর পুলিশ সুপারগণ অংশগ্রহণ করেন।

রেঞ্জ মাসিক জুম কনফারেন্সে ১০ টি জেলার মাদকদ্রব্য উদ্ধার, চোরাচালান, ওয়ারেন্ট তামিল কুলুলেস মামলার তথ্য উদ্ঘাটনসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার নিষ্পত্তি ও খুলনা রেঞ্জের আইন-শৃংখলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনায় ক্ষেত্রসমূহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন মানদন্ড মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রথমবারেই খুলনা রেঞ্জের ১০ জেলার পুলিশ সুপারদের মধ্যে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি ১ম স্থান অধিকার করেন। এসময় রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার, মেহেরপুরকে অভিনন্দন জানান।

এদিকে এ সাফল্য অর্জন করায় মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি জেলার সকল পুলিশ সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি আইন-শৃংখলা রক্ষায় জেলা পুলিশকে সহযোগিতা করায় মেহেরপুরবাসীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বেগমপুরের পারঘাটায় পুলিশের উপস্থিতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! মুক্তিযোদ্ধাসহ আহত-৬

বেগমপুরের যদুপুর-পারঘাটায় পুলিশের উপস্থিতিতে জমিজমা মাফযোগের সময় রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিপক্ষের হামলায় মুক্তিযোদ্ধাসহ ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদেরকে উর্দ্ধার করে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ উভয়পক্ষের ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের যদুপুর-পারঘাটা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক আলী (বর্তমানে কুষ্টিয়ায় বসবাসরত) ও আজিজ খন্দকারের ছেলে আব্দুস সামাদের মধ্যে জমিজমার মাপযোগ নিয়ে এক বছর ধরে বিরোধ চলে আসছিলো।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই আসলাম পারভেজের উপস্থিতিতে বিরোধপূর্ণ ওই জমি মাপযোগ করা হয়। মাপযোগে শেষে আমিন খাতাকলে হিসাব নিকাশের করছিলেন। এসময় আব্দুস সামাদ (৬৫) তার দু’ছেলে রকিব (২৭) ও আকিব (২৫) কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাঠিসোটা নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক আলী
(৭০) ও তার দু’ছেলে আব্বাচ আলী (৪৫), রফিকুল ইসলামকে (৩৫) পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, কিছুক্ষণের মধ্যে বেগমপুর ক্যাম্প থেকে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে লাটিচার্জ করে। এতে আব্দুস সামাদ ও তার দু’ছেলে রকিব এবং আকিব আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র নেয়া হয়। এঘটনায় পুলিশ আব্দুস সামাদ ও আব্বাচকে গ্রেফতার করেছে। বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই আসলাম পারভেজ বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই মারামারি মেনে নেয়া যায় না। বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাসস্ট্যান্ডের স্ট্যাটারকে তুচ্ছ ঘটনায় বেদম মারপিট

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাস স্ট্যান্ডের স্টাটারকে তুচ্ছ ঘটনায় বেদম মারপিট করে আহত করা হয়েছে। সোমবার দুপুরের দিকে বড় বোয়ালিয়ার ৪ যুবক কাটাম পেটা করে তাকে আহত করে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় লোকজন ভয়ে ওই যুবকদের কিছু বলার সাহস করেনি।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাস স্ট্যান্ডে বেলা সাড়ে ১২টার একটি বাস এসে দাড়ায়। এ সময় বাসের সামনে আটো এসে পড়লে স্ট্যান্ডের স্ট্যাটার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের ছানোয়ার হোসেনের ছেলে ডাবলুরর সাথে অটো চালক তর্কে লিপ্ত হয়।

এক পর্যায়ে সে বাড়ি চলে যায়। পরে বড় বোয়ালিয়ার রুবেল, বিকাশ, সাইদুল ও সোহেলকে ডেকে আনে। ওই ৪ যুবক বাটাম পেটা করে স্ট্যাটার ডাবলুকে মারাত্মক আহত করে। স্থানীয় লোকজন ওই ৪ যুবকের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসার সাহস করেনি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ প্যানেল মেয়র নির্বাচিত

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ প্যানেল প্যানেল মেয়র নিবার্চন অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১০ দিকে পৌর মেয়রের অফিস কক্ষে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনুর সভাপত্তিত্বে অনুষ্টিত এ সভায় সকল কাউন্সিলরগণের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খন্দকার মজিবুল ইসলামকে প্যানেল মেয়র-১, ৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ জহুরুল ইসলাম স্বপনকে প্যানেল মেয়র-২ ও

৩নং ওয়ার্ড সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন’কে প্যানেল মেয়র-০৩ নিবার্চিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সদরউদ্দিন ভোলা, আলাল উদ্দিন, আব্দুল গাফ্ফার,বাপ্পি, এস এম বাবু, সাইফুল ইসলাম, আবু ডালিম হোসেন প্রমুখ। মেয়র হাসান কাদির গনু প্যানেল মেয়রদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়াও পৌর সভা কর্মচারি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও প্যানেল মেয়র দের অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ফিলিপনগর হতে চিলমারী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করলেন এমপি সরওয়ার জাহান বাদশাহ

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) প্রকল্পের আওতায় ফিলিপনগর হতে চিলমারী পর্যন্ত মাটির নতুন সংযোগ রাস্তা নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে এ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আ.কা. ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ। এসময় তিনি বলেন, এ সরকার উন্নয়নের সরকার এ সরকার জনগণের সরকার। আমার বৃহত্তর দৌলতপুরের এই চরাঞ্চলের মানুষের জন্য আমি প্রতিনিয়ত কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই চরাঞ্চলের মানুষেরা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হতো সেসব আর এখন নেই। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে উন্নয়নের মহাসড়কে থাকাই এক্কেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নানান উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এসব চরাঞ্চল এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাট ব্রিজ-কালভার্ট বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করা

হচ্ছে। এলাকার মানুষকে সুযোগ সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর। একইসাথে চরবাসীর প্রতিটা লালতি স্বপ্ন বাস্তবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মহব্বত নামের একজন জানান, চরের ব্যাপক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে ৩৬ বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। তিনি বলেন, আমার শৈশব-কৈশরের অধিকাংশ সময় কেটেছে সিরাজনগর গ্রামে নানা বাড়ীতে। এর একটা মুল কারন ছিল চরাঞ্চল থেকে ডেঙ্গায় আমার দাদা পরিবার নিয়ে বসবাস করার সুবাদে আমরা একঘর রিফুইজি হবার কারনে আমার ভালো লাগতো না। তাছাড়া খেলার কোন সাথী না থাকাটাও বড় কারন ছিল। নানাবাড়ী মামাতো অনেক ভাইদের সাথে সময়টা খুব ভাল কাটতো। যাই হোক, আজকে যেখানে সড়কটি তৈরী হচ্ছে, এখানে আমরা ছোট বেলায় অনেক খেলাধুলা করেছি, চরের মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন রাস্তায় হেঁটে আসার করুন দুর্দশা দেখেছি, মনে হত ইস্! ডেঙ্গাঞ্চলের মত যদি রাস্তা থাকতো মানুষের গরু-বাছুর নিয়ে, মহিলাদের পুটলা-পুটলি নিয়ে কি সহসায় আসা যাওয়া করতে পারতো। পরবর্তীতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক রাজনীতিবিদ-আমলাদের কাছেও জানতে চেয়েছি চরের মধ্যের রাস্তা হয়না কেন? বরাদ্দ দেয়া হয়না কেন? চরের মানুষের খুব কষ্ট হয়।

অধিকাংশ জনরাই জবাবে বলেছে এবছর বরাদ্দ দিয়ে কাজ করলে পরের বছর বন্যা এসে ধুয়ে যাবে; যা ছিল তাই হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। তবে মনের মধ্যে স্বপ্ন ছিল, চরের সকল মানুষের মতই অন্ততঃ সিরাজগনর চরের মধ্য দিয়ে আলীনগর এর রাস্তাটি হউক। কারন এ রাস্তাটিতে আমার অনেক স্মৃতি বিজড়িত। তিনি আরও বলেন, সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পর চরবাসী নিজেদের সন্তানকে ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার ফলে উন্নয়নের আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। তারই প্রতিফলন স্বপ্নের এই রাস্তাটির বাস্তবায়ন। চরের মানুষের অনুভুতির নাম সরওয়ার জাহান বাদশাহ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

কুষ্টিয়া সুগার মিলের চিনি উধাও : সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ

কুষ্টিয়া চিনিকলের গুদাম থেকে ৫৩ টন চিনি উধাওয়ের ঘটনায় শিল্প মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। গত ৫ জুন গঠিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শিবনাথ রায়ের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের তদন্ত দল গত রোববার (০৬ জুন) রাতে কুষ্টিয়া চিনিকলে পৌঁছায়।

সোমবার সকাল থেকেই তদন্ত দল তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। চিনি উধাওয়ের ঘটনায় কারো সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বক্তব্য নেওয়া হয়।

দিনব্যাপী তদন্তে বিকেল পর্যন্ত প্রায় ১০ জনের বক্তব্য নিয়েছে তদন্তকারী দল। তবে দীর্ঘ সময় ধরে চলা তদন্তে কারো সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে কিনা তা জানা যায়নি।

কমিটির প্রধান শিবনাথ রায় জানান, তদন্তের স্বার্থে কোনো কিছুই প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তদন্ত কমিটির ৫ সদস্য ছাড়াও এসময় কুষ্টিয়া চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুর রহমান খানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, কুষ্টিয়া সুগার মিলে ১২১ টন চিনি মজুদ ছিল।

গত বৃহস্পতিবার চিনিকলের গুদামে হিসাব মেলাতে গেলে প্রায় ৫৩ টন চিনি উধাওয়ের ঘটনা নজরে আসে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক স্টোর কিপার ফরিদুল হককে বরখাস্ত করা হয়। গঠন করা হয় দুটি তদন্ত কমিটি।

চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]